

ছন্দ নিয়ে আরেক চিমটি

বেশ কিছু দিন আগে বাংলাদেশের আশির দশকের কবি সুব্রত অগাস্টিন গোমজে ‘কবিসভা’ ইয়াত্থাপে ছন্দ নিয়ে এক চিমটি লিখেছেন। আমি তখনই আরেক চিমটি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু নানান কারণে হয়ে উঠেনি। সম্প্রতি সুব্রত’র ‘দিগম্বর চম্পু’ নামের কাব্য পড়ে পুরনো ইচ্ছাটা জেগে উঠল। গেল সপ্তাহে সত্তরের কবি আবিদ আনোয়ারের কবিতা নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে আমার ছন্দভাবনায় কিছু বাক্য যোগ হলো। সুব্রত’র কবিতা নিয়ে একটি সমালোচনানিবন্ধ লেখারও বাসনা জেগেছে। তবে আপাতত ছন্দ নিয়ে আমার এক চিমটি নিবেদন করতে চাই।

আমাদের পাঠকসমাজে একটি কথা শোনা যায় যে, রবীন্দ্র-নজরুল-সত্যেন দত্তের পর বাংলা কবিতায় ছন্দ বিদায় নিয়েছে। ছন্দবিষয়ে অজ্ঞ নবীন কবিরাও এই বিভ্রান্তিকে সম্বল করে নিজেরা যে যেমন ইচ্ছে বাক্যের পর বাক্য লিখে এগুলোকে ‘আধুনিক’ কবিতা বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। ঘটনাটি বরং কিছুটা উল্টো। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বৃদ্ধ বয়সে অনেক গদ্য কবিতা লিখেছেন; তিরিশি আধুনিক কবিরা তাকে ঐতিহ্য হিসেবে গ্রহণ করেন নি। তারা পুরোনো ছন্দেই নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছেন কবিতায় কেবল মুখের ভাষা ব্যবহার করে। তিরিশি কবিরা এত অল্পই গদ্য কবিতা লিখেছেন যে, পঞ্চপ্রধানের সবগুলো যোগ দিলেও রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার সমান হবে না। কিন্তু তাঁর সময়ে ছন্দ চেনা যেতো কবিতার শরীর দেখে, এখন শরীর থেকে ছন্দ ঢুকে গেছে কবিতার অন্তরে, একে খুঁজে পান কেবল তারাই যারা ছন্দ বিষয়ে শিক্ষিত। সত্য কথা এই যে, আমাদের প্রকৃত কবিরা কখনো ছন্দকে অবহেলা করেন নি এবং অধুনার ছন্দ-শিক্ষিত নবীন কবিদেরও কেউ আধুনিক কবিতা মানেই গদ্যকবিতা বলে মনে করেন না; মনে করেন তারাই যারা ছন্দ কিংবা তার বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানেন না। যেকোনো যুগের কবিতায় ছন্দ ছিলো কবিতার প্রাণ এবং তা-ই থাকবে অনাগত কাল। পরিবর্তন ঘটবে কেবল প্রয়োগ-কৌশলে, যেমন ঘটিয়েছেন জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, শামসুর রাহমান, শক্তি-সুনীল-আল মাহমুদ তাঁদের নিজ নিজ উপায়ে।

পৃথিবী তো ঘুরছে ছন্দের নিয়ম মেনেই। কবিতার জন্মমূহূর্তেই ছন্দের দেখা পাই। তাই কবিতা যতই আধুনিক হোক তার জন্মউপকরণকে বোড়ে ফেলা সম্ভবপর নয়।

তপন বাগচী

ঢাকা ৩০.০৮.২০০৬